দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 JUL 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

বৃত্তির নম্বর বৈষম্য দূর করুন

১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষের অধীনে ১৯৯১ সনে অনুষ্ঠিত যশোর বোর্ডের আওতায় উচ্চ মাধ্যমিক (মানবিক বিভাগ) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে চতুর্থ বিষয়ের প্রাপ্ত মার্ক ছাড়াই যারা অন্ততঃ ছয়শত এগার মার্ক (নম্বর) পেয়েছেন এ বছর তারা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি পায়নি। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর জেনেছিলাম, যে চতুর্থ বিষয়ের নম্বর বাদে যারা অন্ততঃ ৫৫০ নম্বর পাবেন তারাই সরকারী বৃত্তি বা অনুদান পাবেন। অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের মত গরীব লোকের এমনিতে সন্তান-সন্ততিদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করানের মত অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা নেই, সে কারণে বৃত্তির টাকায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে সহায়ক হবে মনে করে যারা প্রথম বিভাগে পাস করেছিল, তাঁদের সবই গরলে ভেল হয়েছে— তারা বৃত্তি পায়নি। অপরপক্ষে একই সনে ১৯৯১ যারা বিজ্ঞান বিভাগে (মহিলা) চতুর্থ বিষয় ছাড়া ৬১১ নম্বর এবং বাণিজ্য বিভাগে (মহিলা) চতুর্থ বিষয় ছাড়া ৫৫৫ নম্বর পেয়েছে তারা সবাই বৃত্তি পাবেন। বোর্ডের এটা কেমন বিমাতাসুলভ আচরণ। এ পর্যন্ত জেনে এসেছি, মানবিক বিভাগে প্রথম বিভাগ পাওয়া খুব সহজ নয়, যাহোক কোন বিভাগ হতে কোন বিভাগ কম নয়; কিন্তু এটা কি? এমতাবস্থায় সরকারের কাছে অনুরোধ, গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সে অবস্থা বিবেচনা করে বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিভাগের মত যারা অন্ততঃ (৬১১ এবং ৫৫৫) নম্বর পেয়েছেন তারা যাতে সরকারী বৃত্তি পেয়ে উৎসাহিত হয় এবং লেখাপড়া চালাতে পারে তার জন্য সদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবস্থা অতিসত্বর গ্রহণ করবেন।

—মহঃ মহিদুল ইসলাম (অভিভাবক),
থানাপাড়া, কুষ্টিয়া।